৪২২২২৫ ইহ্দিয়্রার মেসমিতি মেইবেসেমন - ৭৪

কাদিয়ানি-রদ

তৃতীয় ভাগ

মির্জ্জার মছিহ দাবী খণ্ডন।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
বশিরহাট 'নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ১৫ টাকা মাত্র।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৩	اوانی - تویتها - توی	اوفانی، - توفیتها - توفی،
৯	১৪	موفیک	متوفیک
১২	২৬	(আ:)	(আ:)কে
১৫	১১	বেকার	আওহামের
২০	৫	আবু দাউদ	আবু ছউদ
২৮	৩	نریدیک	نزدیک
৩০	১১	তুমি তাহাদের	উঠিয়া যাইবে
৩৮	৩	উপায়	উপায়ে

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
স্থাপিত-[illegible]
পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি রদ।

—————*:*:*—————

তৃতীয় ভাগ।

—————*:*:*—————

মির্জ্জার মছিহ দাবী খণ্ডন।

দ্বিতীয় ভাগ।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

—————*:*:*—————

প্রশ্ন ;—

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৬৯:২২৭ পৃষ্ঠায় ছুরা আল-এমরানের আয়ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত ইছা মরিয়া গিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

ইহার বিস্তারিত আলোচনা অন্য খণ্ডে হইবে, এস্থলে এতটুকু লিখিতেছি, উক্ত আয়তটী এই ;—

يعيسى اني متوفيك و رافعك الى

মাওলানা আবদুল কাদের ছাহেব ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,—

میں تجھ کو پھیر لوں گا اور اٹھا لونگا اپنی طرف

"আমি তোমাকে ফিরাইয়া লইব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

মাওলানা শাহ রফি উদ্দিন ছাহেব উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

میں تجھ کو لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں طرف اپنے *

"আমি তোমাকে গ্রহণ করিব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

শাহ অলি উল্লাহ ছাহেব ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

گفت خدا ای عیسیٰ ہر اینہ من بر گیرندہ تو ام یعنی ازین جہان و بر دارندہ تو ام سوی خود *

"খোদা বলিলেন, হে ইছা, নিশ্চয় আমি তোমাকে (এই জাহান হইতে) গ্রহণ করিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

উপরোক্ত আয়তে তাঁহার মৃত্যু প্রমাণিত হয় না।

ছুরা আনয় মে আছে ;—

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, উহা পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না।"

এই আয়তে تُوفي শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা।

কোর-আন ছুরা নেছা, ২৪ রুকু ;—

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ *

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

"যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের বিনিময় পূর্ণভাবে দিবেন।"

কোর-আন ছুরা আল-এমরান, ১৯ রুকু ;—

انما توفون اجورکم یوم القیمة

"তোমরা কেয়ামতের দিবস তোমাদের বিনিময় পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে।"

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে توفي শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে প্রদান বা গ্রহণ করা।

ছুরা আনয়ামে আছে ;—

وهو الذي يتوفكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ❋

"তিনিই তোমাদিগকে রাত্রে কবজ (গ্রহণ) করিয়া থাকেন এবং যাহা তোমরা দিবসে উপার্জ্জন করিয়া থাক, তিনি তাহা অবগত আছেন, তৎপরে তিনি তোমাদিগকে উক্ত দিবসে প্রেরণ করেন, যেন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করা হয়। তৎপরে তাঁহার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন স্থল, তৎপরে তোমরা যাহা করিতে, তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন।"

এই আয়তে توفي শব্দের অর্থ নিদ্রিত করা।

যদি এস্থলে উহার অর্থ 'মারিয়া ফেলা' গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে, আল্লাহ মনুষ্যদিগকে রাত্রে মারিয়া ফেলিয়া দিবসে জীবিত করেন। ইহা একেবারে বাতীল অর্থ।

ছুরা জোমারে আছে ;—

اَللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى *

"আল্লাহ হরণ (কবজ) করিয়া লন প্রাণ সমুহকে উহাদের মৃত্যুর সময় এবং উক্ত প্রাণগুলিকে যাহারা স্ব স্ব নিদ্রাতে মরে নাই, তৎপরে তিনি যে প্রাণগুলির উপর মৃত্যুর আদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তকে আবদ্ধ রাখেন এবং অপর আত্মাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন।"

এই আয়তে যদি توفى শব্দের অর্থ মৃত্যু গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের মতলব এইরূপ হইবে যে, মৃত্যুর পরে কতক আত্মাকে ফিরাইয়া দেন, ইহা বাতীল ব্যাখ্যা।

মির্জ্জা ছাহেব বারাহিনে-আহমদীর ৫১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের অর্থ লিখিয়াছেন ;—

مین تجهه کو پوري نعمت دونگا اور اپني طرف اٹهاؤن گا *

"আমি তোমাকে পূর্ণ সম্পদ প্রদান করিব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

মির্জ্জা ছাহেব তওজিহ মারামের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ;—

بائبل اور هماري احاديث اور اخبار كي كتابون كے رو سے جن نبيون كا اسي وجود عنصري كے ساتهه آسمان پر جانا تصور كيا گيا هے وه دو نبي هين ايك

یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ھے اور دوسرے
مسیح بن مریم جن کو عیسی اور یسوع بھی کہتے ھیں *

"বাইবেল এবং আমাদের হাদিছ ও ইতিহাসের কেতাবগুলির হিসাবে যে নবিগণের এই স্থূল দেহের সহিত আছমানে যাওয়া ধারণা করা হইয়াছে, তাঁহারা দুইজন নবি,—এক ইউহানা—যাহার নাম এলিয়া ও ইদরিছ। দ্বিতীয় মছিহ বেনে মরিয়েম—যাহাকে ইছা ও এছু' বলিয়া থাকেন।"

মূলকথা, ছুরা আল-এমরানের আয়তে হজরত ইছার মৃত্যু প্রমাণিত হয় না।

তফছিরে বয়জবি, ২।২১ পৃষ্ঠা ;—

ای متوفی اجلك و موخرك الی اجلك المسمی
عاصما ایاك من قتلهم او قابضك من الارض من توفیت
مالی او متوفیك نائما اذ روی انه رفع نائما او ممیتك
عن الشهوات العائقة عن العروج الی عالم الملکوت *

متوفیک শব্দের অর্থ, (১) তোমার আয়ুকাল পূর্ণ করিব. তোমার নির্দ্দিষ্ট আয়ুকাল অবধি তোমাকে নিরাপদে জীবিত রাখিব যেন শত্রুরা তোমাকে হত্যা করিতে না পারে।

(২) তোমাকে জমি হইতে উত্থাপন করিয়া লইব। যেরূপ বলা হইয়া থাকে, توفیت مالي আমি নিজের অর্থ কবজ করিয়া লইয়াছি।

(৩) তোমাকে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রহণ করিব। কেননা রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

(৪) আমি তোমার উক্ত কামানা বাসনাগুলি রহিত করিয়া দিব—যাহা আলমে-মালাকুতে সমুত্থিত হওয়ার বাধা জন্মাইয়া থাকে।

তফছিরে-আবু ছউদের ২।৪২০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ লিখিত আছে, তৎপরে নিম্নোক্ত এবারতগুলি লিখিত আছে ;—

وقيل مميتك في وقتك بعد النزول من السماء و رافعك الان قال القرطبي و الصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن و ابن زيد و هو اختيار الطبري و هو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ❋

(৫) কেহ বলিয়াছেন, তোমার নিজ সময়ে আছমান হইতে নাজিল হওয়ার পরে তোমাকে মারিয়া ফেলিব এবং বর্ত্তমানে তোমাকে উঠাইয়া লইতেছি। কোরতবি বলেন, ছহিহ মত এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে বিনা মৃত্যু ও বিনা নিদ্রা উঠাইয়া লইয়াছেন, যেরূপ হাছান ও এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন। ইহাই তাবারির মনোনীত মত, ইহাই এবনো আব্বাছের ছহিহ মত।"

তফছিরে-কবির, ২।৪৮১ পৃষ্ঠা ;—

اني متمم عمرك فحينئذ اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائي و مقربك بملائكتي و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلك و هذا تاويل حسن ❋

(১) নিশ্চয় আমি তোমার আয়ু পূর্ণ করিব, সেই সময় আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব, কাজেই শত্রুদিগকে তোমাকে হত্যা করার সুযোগ দিব না, বরং আমি তোমাকে আমার আছমানের দিকে উত্থাপন করিয়া লইব, আমার ফেরেশতাগণের নিকট তোমার স্থান দিব এবং তোমাকে রক্ষা করিব, যেন তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে ক্ষমতাবান না হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।"

তৎপর তিনি লিখিয়াছেন ;—

ان التوفي اخذ الشيء وافيا و لما علم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه

لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة و السلام رفع بتمامه الى السماء بروحه و بجسده و يدل على صحة هذا التاويل قوله تعالى و ما يضرونك من شيء *

"توفي শব্দের অর্থ কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। আল্লাহ জানিতেন যে, কতক লোক ধারণা করিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার আত্মা উঠাইয়া লইবেন, কিন্তু তাঁহার শরীর উঠাইয়া লইবেন না, এই হেতু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেন ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার আত্মা ও শরীর উভয় উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। খোদা বলিয়াছেন, তাঁহারা তোমার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না, ইহাতেই উপরোক্ত ব্যাখ্যার ছহিহ হওয়া বুঝা যাইতেছে।"

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন,—

ان التوفي هو القبض يقال و فاني فلان دراهمي و اوفاني و توفيتها منه و قد يكون ايضا توفى بمعني استوفي و على كلا الاحتمالين كان اخراجه من الارض و اصعاده الى السماء توفيا له *

"توفي শব্দের অর্থ কবজ করা, আরবের ব্যবহারে বলা হয়, অমুক ব্যক্তি আমার টাকাগুলি আমাকে প্রদান করিয়াছে এবং আমি উহা তাহার নিকট হইতে কবজ করিয়াছি। কখন توفي এর অর্থ 'পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে' হইয়া থাকে। উভয় সূত্রে এই শব্দের এইরূপ মর্ম্ম হইবে—তাঁহাকে জমিন হইতে বাহির করিয়া আছমানে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।"

তফছিরে-এবনে-জরির, ২।১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা,—

عن الربيع في قوله اني متوفيك قال معني وفاة المنام رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لليهود ان عيسى لم يمت و انه راجع اليكم قبل يوم القيمة و قال آخرون معني ذلك اني قابضك من الارض فرافعك الى قالوا ومعني الوفاة القبض كما يقال توفيت من فلان مالي عليه بمعني قبضته ❋

"ঋষি বলিয়াছেন, وفاة শব্দের অর্থ নিদ্রা, অর্থাৎ আল্লাহ (হজরত) ইছা (আ:)কে নিদ্রিত অবস্থায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। হাছান বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছা:) য়িহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ইছা (আ:) মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি কেয়ামতের পূর্ব্বে তোমাদের নিকট পুনরাগমন করিবেন।

অন্যদল বলিয়াছেন, ইহার অর্থ আমি তোমাকে জমি হইতে তুলিয়া আমার নিকট উঠাইয়া লইব ; তাহারা বলেন, وفاة শব্দের অর্থ কবজ করা। যেরূপ আরবেরা বলিয়া থাকেন, আমি অমুকের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা কবজ করিয়া লইয়াছি।

তৎপরে তিনি মাতারে-অর্রাক, হাছান, এবনো-জোরাএজ ও জাফর বেনে-জোবাএর হইতে উহার অর্থ কবজ করা উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

ان كعب الاحبار قال ما كان الله عز وجل ليميت عيسى بن مريم انما بعثه الله داعيا ومبشرا يدعو اليه وحده فلما راى عيسى قلة من اتبعه و كثرة من كذبه شكي ذلك الى الله عز وجل فاوحى الله اليه اني متوفيك و رافعك الى وليس من رفعته عندي ميتا و اني سابعثك على الاعور الدجال فتقتله - قال كعب الاحبار و ذلك يصدق حديث رسول الله صلعم حيث قال كيف تهلك امة انا في اولها وعيسى في آخرها ◎

কা'ব আহবার বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ইছা (আঃ)কে মারিয়া ফেলেন নাই। তিনি তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার অহদানিয়তের দিকে আহ্বানকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, যখন (হজরত) ইছা (আঃ) তাঁহার অনুসরণকারীর সংখ্যা অল্প ও তাঁহার অসত্যারোপকারীর সংখ্যা অধিক দেখিলেন, তখন আল্লাহ-তায়ালার নিকট অনুযোগ করিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিকট উক্ত আয়ত অহি পাঠাইলেন, আমার মত তুলিয়া লওয়ার অর্থ মৃত্যু নহে। নিশ্চয় অচিরে আমি তোমাকে কানা দাজ্জালের নিকট পাঠাইব, তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, ইহা নিম্নোক্ত হাদিছের সত্যতার সমর্থন করে। হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—অথচ আমি উহার প্রথম ভাগে আছি এবং (হজরত) ইছা (আঃ) উহার শেষ ভাগে হইবেন।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

قال ابن زيد موفيك قابضك و لم يمت بعد حتى يقتل الدجال وسيموت وقرأ قول الله عز وجل و يكلم الناس فى المهد و كهلا قال رفعه الله اليه قبل ان يكون كهلا *

"এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, متوفيك শব্দের অর্থ 'তুলিয়া লইব'। তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন নাই, যতক্ষণ দাজ্জাল হত্যা না করিবেন, (মরিবেন না), তৎপরে মরিবেন। তিনি এই আয়ত পড়িলেন, (হজরত) ইছা দোলায় থাকিয়া (শৈশব কালে) এবং অর্দ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা বলিবেন।"

তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার অর্দ্ধ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে নিজের দিকে তুলিয়া লইয়াছেন।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

و قال آخرون معني ذلك اذ قال الله يا عيسى انى رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد انزالك اياك الى الدنيا - و اولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معني ذلك اني قابضك من الارض و رافعك لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث فى الأرض مدة ثم يموت فيصلى عليه المسلمون و يدفنونه *

অন্য একদল উহার অর্থে বলিয়াছেন, আল্লাহ বলিয়াছেন হে ইছা নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাইয়া লইব. কাফেরদিগের (হস্ত) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমাকে দুনইয়ায় নাজিল করার পরে মারিয়া ফেলিব। এই সমস্ত মত হইতে আমার নিকট ঐ দলের মত সমধিক ছহিহ—যাহারা উহার অর্থে বলিয়াছেন. নিশ্চয় আমি তোমাকে তুলিয়া লইব। কেননা রাছুলুল্লাহ (ছা:) এর অসংখ্যক হাদিছে আসিয়াছে যে ইছা বেনে মরয়েম নাজিল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন. তৎপরে তিনি কিছুকাল জমিতে থাকিবেন, তৎপরে মরিয়া যাইবেন, মুসলমানেরা তাঁহার জানাজা পড়িয়া তাঁহাকে দফন করিবেন।

তফছিরে-এবনো-কছির. ২১. ২৯ পৃষ্ঠা.—

قال قتادة وغيره هذا من المقدم و المؤخر تقديره انى رافعك الى و متوفيك يعنى بعد ذلك قال ابن جرير توفيته هو رفعه و قال الاكثرون المراد بالوفاة النوم كما قال الله تعالى و هو الذي يتوفاكم بالليل الاية و قال و قال الله يتوفى الانفس حين موتها و التى

لم تمت في منامها الاية و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا قام من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اما تنا الحديث ✱

"কাতাদা প্রভৃতি বলিয়াছেন, এস্থলে অগ্র-পশ্চাৎ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে, আমি তোমাকে আমার নিকট তুলিয়া লইব, তৎপরে (দুন্‌ইয়ায় নাজিল হওয়ার পরে) তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

এবনো-জরির বলিয়াছেন, توفي শব্দের অর্থ তুলিয়া লওয়া। অধিকাংশ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, وفاة শব্দের অর্থ নিদ্রা (অর্থাৎ নিদ্রিত অবস্থায় তুলিয়া লইব।) যেরূপ ছুরা আনয়াম ও ছুরা জোমারের আয়তে উক্ত শব্দের অর্থ নিদ্রা। হজরত একটী হাদিছে নিদ্রাকে اماتت বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

ফৎহোল-বায়ান, ২।৪৯ পৃষ্ঠা ;—

قال الفراء تقديره اني رافعك و مطهرك و متوفيك بعد انزالك من السماء و قال ابو زيد متوفيك قابضك و قيل و المعني كما قال في الكشاف مستوفي اجلك و معناه اني عاصمك من ان يقتلك الكفار و موخر اجلك الى اجل كتبته لك و مميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم - انما احتاج المفسرون الى تاويل بما ذكر لان الصحيح ان الله تعالى رفعه الى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من المفسرين و اختاره ابن جرير الطبري و وجه ذلك انه قد صح في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال و قيل المراد

بالوفاة هنا النوم ومثله هو الذي يتوفاكم بالليل اى ينيمكم وبه قال كثيرون *

"ফার্ব বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই—নিশ্চয় আমি তোমাকে তুলিয়া লইব, তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমার আছমান হইতে নাজিল হওয়ার পরে মারিয়া ফেলিব। আবুজয়েদ উহার অর্থে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তুলিয়া লইব। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ—আমি তোমার আয়ুকাল পূর্ণ করিব, অর্থাৎ তোমাকে নিরাপদে রাখিব যেন কাফেরেরা তোমাকে হত্যা করিতে না পারে। তোমাকে উক্ত সময় অবধি জীবিত রাখিব—যাহা তোমার জন্য নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি কাফেরেরা নিজেদের হস্তে তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না, আমি তোমার স্বাভাবিক মৃত্যুতে তোমাকে মারিব। টীকাকারগণ وفاة শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হইলেন, ইহার কারণ এই যে, ছহিহ মত এই যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাহাকে বিনা মৃত্যু আছমানে উঠাইয়া লইয়াছেন। বহু সংখ্যক তফছিরকারক এই মত প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এবনো-জরির এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, নবি (ছাঃ) হইতে ছহিহ হাদিছে আসিয়াছে যে, হজরত ইছা (আঃ) (আছমান হইতে) নাজিল হইয়া দাজ্জাল হত্যা করিবেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, وفاة শব্দের অর্থ নিদ্রা, ইহা ছুরা আনয়ামের আয়তে উহার অর্থ নিদ্রা, অনেক বিদ্বান এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

তফছিরে রুহোল মায়ানী, ১৷৪৯৬ পৃষ্ঠা :—

و الصحيح كما قاله القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم و هو اختيار الطبرى و الرواية الصحيحة عن ابن عباس *

"কোরতবি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই ছহিহ মত, উহা এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ (হজরত) ইছা (আঃ) বিনা মৃত্যু ও বিনা নিদ্রা তুলিয়া

লইয়াছেন। ইহা তাবারির মনোনীত মত এবং (হজরত) এবনো-আব্বাছের ছহিহ মত।"

পাঠক, এক্ষণে অহাব বেনে মোনাব্বাহ হইতে যে মত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

এবনো-জরির ২।১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

عن ابن اسحق عمن لايتهم عن وهب بن منبه اليماني انه قال توفى الله عيسى مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه اليه *

"এবনো-ইছহাক উক্ত ব্যক্তি হইতে—যিনি দোষান্বিত ছিলেন না, তিনি অহাব বেনে মোনাব্বাহ ইমানি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ ইছা বেনে মরয়েমকে দিবসের তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তাহাকে তাঁহার দিকে (আছমানে) তুলিয়া লইয়াছিলেন।

এই রেওয়াএতের দ্বিতীয় রাবির নাম উল্লিখিত হয় নাই, কাজেই এই রেওয়াএত মোনকাতা (জইফ)। এই হেতু ফৎহোল-বায়ানের ২।৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

وقيل ان الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه الى السماء و فيه ضعف *

কেহ বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁহাকে দিবসের তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তাহাকে আছমনে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহা জইফ (দুর্ব্বল) রেওয়াএত।

এই রেওয়াএত বাতীল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তফছিরে-দোর্‌রোল মনছুরের ২।৩৬ পৃষ্ঠায় অহাবের তিনটী রেওয়াএত আছে, প্রথম রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ তাঁহাকে দিবসে তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়া আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়াএতে আছে যে,

তাঁহাকে তিন দিবস মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়া পরে আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় রেওয়াএতে আছে যে, আল্লাহ তাঁহাকে ৭ ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়াছিলেন, তৎপরে আছমানে তুলিয়াছিলেন।

মায়ালেমের ১।২৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, আল্লাহ তাহাকে ৩ ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়া আ‌ছমানে লইয়া গিয়াছিলেন। যদি অহাবের রেওয়াএত ছহিহ হইত, তবে তিন প্রকার বিপরীত বিপরীত রেওয়াএত হইত না।

এক্ষণে এবনে এছহাকের রেওয়াএতের আলোচনা করা হউক।

মায়ালেম, ১।২৯৯ পৃষ্ঠা :—

قال محمد بن اسحق ان النصاري يزعمون ان الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه ورفعه اليه ●

"মোহাম্মদ বেনে ইছহাক বলিয়াছেন, খ্রীষ্টানেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে দিবসের সাত ঘণ্টা মারিয়া তৎপরে তাহাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজের দিকে (আছমানে) উঠাইয়া লইয়াছিলেন।" উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন সমস্ত মুছলমান হজরত ইছা (আ:) এর জীবিতাবস্থায় সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হওয়ার মত ধারণ করিতেন।

অহাবের রেওয়াএত বাতীল, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। আর খ্রীষ্টানদিগের মত যে বাতীল, তাহাও নিম্নোক্ত আয়তে বেশ বুঝা যাইতেছে।

ছুরা নেছা,—

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه - مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ●

"এবং য়িহুদীরা তাহাকে হত্যা করে নাই এবং ক্রুশে বিদ্ধ করে নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে আছে। তাহাদের তাহার সম্বন্ধে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাহারা নিশ্চয় তাঁহাকে হত্যা করে নাই ; বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দিকে তুলিয়া লইয়াছেন।"

মূল কথা, ছুরা নেছার এই আয়তে হজরত ইছা (আঃ) এর জীবিতাবস্থায় আছমানে উত্থিত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে, আর কোন প্রাচীন মুছলমান বিদ্বান্ তাঁহার মৃত্যুর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-খেফার ২২৮ পৃষ্ঠায় ছুরা মায়েদার আয়ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে হজরত ইছার মৃত্যুর কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

আমাদের উত্তর।

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

ছুরা মায়েদার আয়ত এই ;—

("হজরত ইছা (আঃ) বলিলেন,) আমি যত দিবস তাহাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণকারী ছিলাম, তৎপরে তুমি যে সময় আমাকে তুলিয়া লইয়াছিলে, তুমি তাহাদের রক্ষক ছিলে এবং তুমি প্রত্যেক বিষয়ের পরিদর্শনকারী।"

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ২২৮ পৃষ্ঠায় দাবী করিয়াছেন যে কোর-আন নাজীল হওয়ার পূর্ব্বে হজরত ইছা (আঃ) এইরূপ বলিয়াছিলেন, কেন না এস্থলে اذ ও قال শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, আর উভয় শব্দ অতীত কালের জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আর توبيتني শব্দের অর্থ—"তুমি আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) কোর-আন নাজিল হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

তফছির-মোজহারী, ছুরা মায়েদা, ১০০ পৃষ্ঠা;—

قال سائر المفسرين انما يقول الله تعالى له ذلك يوم القيمة يريد به توبيخ الكفرة و تبليتهم بدليل تعالى يوم يجمع الله الرسل و قوله تعالى هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم واراد بها يوم القيمة و قد يجيء اذ مع صيغة الماضي في المستقبل لدلالة على اتيانها لا محالة كانها كائنة نظيره قوله تعالى و لو ترى اذ فزعوا ٭

সমস্ত তফছির কারক বলিয়াছেন, কাফেরদিগকে তিরস্কার ও নির্ব্বাক করা উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা উক্ত ইছা (আঃ) কে উহা কেয়ামতের দিবস বলিবেন, ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ (ইহার পূর্ব্বে) বলিয়াছেন,—যে দিবস আল্লাহ রাছুলগণকে সংগ্রহ করিবেন।"

আরও তিনি (উহার শেষে) বলিয়াছেন,—"ইহা উক্ত দিবস—যে দিবস সত্যবাদিদিগকে তাহাদের সত্যতা ফলদায়ক হইবে।"

আল্লাহ উহা কেয়ামতের দিবসের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কখন اذ ও অতীত কাল মূলক ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত ঘটনা নিশ্চয় সংঘটিত হইবে।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

— ইহার দৃষ্টান্ত কোর-আনের এই আয়ত ;—

وَ لَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا

আমরা বলি, কোর-আন শরিফে অনেক স্থলে কেয়ামতের অবস্থা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

(১) وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ (২) وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ

(৩) وُ ضِعَ الْكِتَابُ (৪) جِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ

(৫) قُضِيَ بَيْنَهُمْ (৬) وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

মির্জ্জা ছাহেব মেশকাতের ৪৮৩ পৃষ্ঠার উল্লিখিত ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটি পেশ করিয়া উহা অতীতকালের ঘটনা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। হাদিছটী এই :—

ان ناسا من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصيحابي اصيحابي فيقول انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم *

'নিশ্চয় আমার কতকগুলি ছাহাবাকে বামদিকে লইয়া যাওয়া হইবে, ইহাতে আমি বলিব, আমার ক্ষুদ্র একদল ছাহাবা, আমার ক্ষুদ্র একদল ছাহাবা। তদুত্তরে আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় তুমি যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তাহারা অবিরত নিজেদের পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তৎশ্রবণে আমি বলিব, যেরূপ নেক বান্দা (ইছা আলায়হেচ্ছালাম) বলিয়াছিলেন, আমি যত দিবস তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিবস তাহাদের পরিদর্শনকারী ছিলাম।"

মির্জ্জা ছাহেব বলিয়াছেন, 'নেকবান্দা বলিয়াছিলেন'। এই অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহারে বুঝা যায় যে, ইহা অতীতকালের ঘটনা, ইহা কেয়ামতের ঘটনা নহে।

আমাদের উত্তর ;...

কেয়ামতে আল্লাহ প্রথমে হজরত ইছা (আ:) কে প্রশ্ন করিবেন, তৎপরে তিনি হজরত নবী (ছা:) কে উহা বলিবেন, এই হেতু উক্ত হাদিছে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে।

কোর-আনে ইহার নজির আছে, যথা—

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ٭

মির্জ্জা ছাহেব নিজে জমিমায়-বারাহিনে আহমদিয়ার ৬১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হইলেও উহা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার অর্থে গৃহীত হইবে। যেস্থলে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা অবশ্যম্ভাবি বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তথায় অতীতকালের ক্রিয়ার অর্থ ভবিষ্যৎ কাল লইতে হয়। যথা—

و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ء انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله - ولو ترى اذ وقفوا على النار ٭

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব নিজেই হজরত ইছার ঘটনা কেয়ামতের ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় এই আয়তে যে توفيت শব্দ আছে, উহা توفي মছদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থে প্রাচীন বিদ্বানগণ কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনুন ;—

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

তফছির এবনো-জরির, ৭।৮৪ পৃষ্ঠা ;—

فلما توفيتني يقول قبضتني

"যে সময় তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে।

রুহোল-মায়ানি, ২।৪১৪ পৃষ্ঠা ;—

فلما توفيتني اى قبضتني با لرفع الى السماء

"যে সময় তুমি আমাকে আছমানে তুলিয়া লইয়া গ্রহণ করিয়াছিলে।

তফছির মোজহারী ছুরা মায়েদা, ১০০ পৃষ্ঠা ;—

فلما توفيتني يعني قبضتني و رفعتني اليک

"যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে ও নিজের নিকট তুলিয়া লইলে।"

এইরূপ উহার অর্থ তুলিয়া লওয়া জালালাএনের ১০৯ পৃষ্ঠায়, জামেয়োল-বায়ানের ১০৯ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায়-জোমালের ১।৫৪৬ পৃষ্ঠায় হোছায়নির ৬৪ পৃষ্ঠায়, মোনিরের ১।২৩৯ পৃষ্ঠায়, অজিজের ১।২৩৯ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ানের ১।৬১২ পৃষ্ঠায়, খাজেনের ২।৯৪ পৃষ্ঠায়, মায়ালেমের ২।৯৪ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল-মনিরের ১।৪০৫ পৃষ্ঠায় ও বয়জবির ২।১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আয়তের অর্থ,—আল্লাহতায়ালা যখন কেয়ামতে হজরত ইছা (আ:) কে বলিবেন, তুমি কি লোকদিগকে তোমাকে ও তোমার মাতাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলে, তিনি বলিবেন, আমি এরূপ বলি নাই। যতক্ষণ আমি তাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহাদের অবস্থা অবগত ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে আ'ছমানে তুলিয়া লইয়াছিলে, তখন তুমি তাহাদের রক্ষক ছিলে।

প্রশ্ন ;...

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারীর ৬৬৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

قال ابن عباس متوفيك مميتك

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, متوفيك শব্দের অর্থ আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

আমাদের উত্তর।

তফছির আবু দাউদ, ২।৪২০ পৃষ্ঠা ও রুহোল-মায়ানী. ১৫৯৬ পৃষ্ঠা ;—

و الصحيح كما قاله القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لا نوم و هو اختيار الطبرى و الرواية الصحيحة عن ابن عباس ❋

ছহিহ মত যাহা কোরতবি বলিয়াছেন, উহা এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালা তাঁহাকে বিনা মৃত্যু ও নিদ্রা উঠাইয়া লইয়াছিলেন, ইহা তাবারির মনোনীত মত ও এবনো আব্বাছের ছহিহ রেওয়াএত।

তফছিরে দোর্‌রোল মন্‌ছুর, ২।৩৬ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عباس في قوله اني متوفيك و رافعك يعني رافعك ثم متوفيك في اخر الزمان ❋

"(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই ;— আমি তোমাকে আছমানে তুলিয়া লইব, তৎপরে শেষ জামানায় তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

তফছিরে-আব্বাছি, ১।১৭৭ পৃষ্ঠা ;—

مقدم و موخر يقول اني رافعك (الى و مطهرك) منجيك (من الذين كفروا) بك (و جاعل الذين اتبعوك) اتبعوا دينك (فوق الذين كفروا) بالحجة و النصرة (الى يوم القيمة) ثم متوفيك قابضك بعد النزول ❋

"হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়তে শব্দের অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে, অর্থ এই, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট (আছমানে) তুলিয়া লইব, তোমাকে কাফেরদিগ হইতে রক্ষা করিব, তোমার দীনের অনুসরণকারিদিগকে প্রমাণ ও সহায়তা দ্বারা কেয়ামত অবধি কাফেরদের উপর করিব, তৎপরে আছমান হইতে নাজিল হওয়ার পরে তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

তফছিরে দোর্রে'ল-মনছুর, ২।২৩৮ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عباس قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء خرج الى اصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين فخرج عليهم من عين البيت و راسه يقطر ماء ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكاني و يكون معى في درجتى فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا فقال انت ذاک فالقي عليه شبه عيسى و رفع عيسى من روزنة فى البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ✱

"(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহ (হজরত) ইছা (আঃ)কে আছমানে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি নিজের সহচরগণের নিকট বাহির হইলেন, গৃহের মধ্যে ১২ জন হাওয়ারি ছিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় তিনি গৃহের বাহির হইতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে অবিকল আমার আকৃতি প্রদান করা হইবে, তৎপরে আমার পরিবর্ত্তে তাহাকে হত্যা করা হইবে, সে ব্যক্তি

আমার সহিত আমার তুল্য দরজা প্রাপ্ত হইবে। তৎশ্রবণে তাহাদের মধ্য হইতে সমধিক অল্প বয়স্ক একজন যুবক দণ্ডায়মান হইল, ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি উপবেশন কর। তৎপরে তাহাদের নিকট তিনি দুইবার উহার পুনরুক্তি করিলেন, ইহাতে দুইবার সেই যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমি। হজরত বলিলেন, তুমি উহা প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে উক্ত যুবক (হজরত) ইছা (আঃ)এর আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইল এবং (হজরত) ইছা (আঃ) গৃহের গবাক্ষ হইতে আছমানে সমুত্থিত হইলেন। য়িহুদিদিগের পক্ষ হইতে পিয়াদা সকল উপস্থিত হইয়া সেই যুবককে ধরিয়া হত্যা করিল, পরে তাহাকে শূল-বিদ্ধ করিল।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ)র মতে হজরত ইছা (আঃ) জীবিতাবস্থায় সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি যে متوفيك এর অর্থ مميتيك "তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়তে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, প্রথম এই যে, আমি নিজেই তোমাকে মারিব। দ্বিতীয় আমি তোমাকে আছমানে তুলিয়া লইব। তৃতীয় কাফেরগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব। চতুর্থ তোমার অনুসরণকারিদিগকে উন্নত করিব।

ছুরা নেছার এই আয়তে بل رفعه الله اليه "বরং তিনি তাঁহাকে নিজের নিকট তুলিয়া লইয়াছেন।" দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী তিনি আছমান হইতে নাজিল হইলে সফল হইবে অর্থাৎ সেই জামানায় আল্লাহ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন।

প্রশ্ন ;...

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ২১৪।৪৫৯।৪৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা চারিটী বাক্য তরতিবের সঙ্গে প্রকাশ

করিয়াছেন, উপরোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে, কোর-আন শরিফ তহরিফ ও পরিবর্ত্তন করা হইবে, ইহাতে কোর-আনের বালাগাত ও ফাছাহাত নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ইহা সম্পূর্ণ এলহাদ ও বে-ইমানী হইবে।

আমাদের উত্তর।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৪৫৯।৪৬০ পৃষ্ঠায় যে হজরত এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত লইয়া এত নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়াছেন এবং যে হজরত এবনো-আব্বাছের এত প্রশংসা করিয়াছেন, তিনিই ত উক্ত আয়তের শব্দগুলির তরতিবের অগ্র পশ্চাৎ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত ছাহাবা-প্রবর কি কোর-আন তহরিফ ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? তিনিই কি কোর-আন শরিফের ফাছাহাত ও বালাগাতের জ্ঞান রাখিতেন না? তিনিই কি এলহাদ ও বেইমানি করিয়াছেন? ধন্য মির্জ্জা ছাহেবের মুখজুরি. ধন্য তাহার প্রলাপোক্তির শক্তি। জনাব, কোর আন শরিফের বহুস্থলে এইরূপ শব্দ অগ্র পশ্চাৎ বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাতে উহার বালাগাত ও ফাছাহাতের বিঘ্ন হয় না, ইহাতে কোর-আন পরিবর্ত্তন করা হয় না, ইহা এলহাদ ও বেইমানি নহে।

যদি মির্জ্জায়িদলের তফছিরের সম্যক জ্ঞান থাকিত, তবে এইরূপ বাতীল প্রশ্ন করিতে সাহসী হইতেন না।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৫১।১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি কাশফের দ্বারা হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট হইতে হাদিছের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতেন। সেই এমাম জালালুদ্দিন ছাউতি তফছিরে-এৎকানের ৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

কোর-আন শরিফে কতক স্থলে শব্দ অগ্র-পশ্চাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা দুই প্রকার—এক প্রকারে শব্দগুলির অগ্র-পশ্চাৎ স্বীকার

না করিলে, অর্থ বোধ দুস্কর হইয়া পড়ে, তিনি ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তন্মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করা হইতেছে—

فلا تعجبک اموالهم و لا اولادهم

(۱) انما يريد الله ليعذبهم بها فی الحيوة الدنيا

এবনো আবি হাতেম কাতাদা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে আসল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

فلا تعجبک اموالهم و لا اولادهم فی الحيوة الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها *

(۲) ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى *

কাতাদা বলেন, এস্থলে আসল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

ولولا كلمة سبقت واجل مسمى لكان لزاما

(۳) انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما

মোজাহেদ বলেন, প্রকৃত তরতিব এইরূপ হইবে ;—

انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا

(۴) انى متوفيك و رافعك

কাতাদা বলেন, মূল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

انى رافعك و متوفيك

(۵) لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

একরামা বলেন, মূল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا

(۶) و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها

বাগাবি বলেন, ইহা ঘটনার প্রথম আয়ত, কিন্তু শেষে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(٧) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

হজরত এবনো আব্বাছ বলেন, মূল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

افرأيت من اتخذ هواه الهه

(٨) فضحكت فبشرناها

তিনি বলেন, মুল তরতিব এইরূপ হইবে ;—

فبشرناها فضحكت

মূলকথা, কোর-আন শরিফের কতকগুলি স্থলে শব্দের ব্যাখ্যা করা কালে তরতিব পরিবর্ত্তন না করিলে আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কাজেই ছাহাবা ও তাবেয়ি তফছির কারকগণ উক্ত শব্দগুলির ব্যাখ্যাতে তরতিব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা তহরিফ ও এলহাদ নহে।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ۞

আমি এবরাহিম, এছমাইল, এছহাক, ইয়াকুব, আওলাদগণ, ইছা, আইউব, ইউনোছ, হারুন ও ছোলায়মানের নিকট অহি নাজিল করিয়াছি এবং দাউদকে জবুর প্রদান করিয়াছি।"

আল্লাহ এস্থলে নবিগণের নামগুলি যে তরতিবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দুনইয়ায় সেই হিসাবে আসেন নাই। হজরত ইছা সকলের শেষে আসিয়াছিলেন।

এক্ষণে মির্জ্জাভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত আয়তে যে তরতিবের সহিত নবিগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আপনারা সেই হিসাবে তাঁহাদের দুন্‌ইয়ায় আসা স্বীকার করিবেন কিনা ? যদি না করেন, তবে কোর-আনের তহরিফ, এলহাদ, বেইমানি ও বালাগাত ফাছাহাত নষ্ট করিবেন কিনা ?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৪৫৯।৪৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই আয়তে চারিটী বিষয় তরতিব অনুসারে লিখিত হইয়াছে, প্রথম তোমাকে প্রাকৃতিক মৃত্যুতে মারিয়া ফেলিব। দ্বিতীয় তোমাকে সম্মানের সহিত উঠাইয়া লইব। তৃতীয় তোমাকে ক্রুশে মৃত্যু ও উহার কুফল হইতে রক্ষা করিব। চতুর্থ তোমার তাবেদার-গণকে উন্নত করিব।"

মির্জ্জা সাহেবের এইরূপ ব্যাখ্যা বাস্তব ঘটনার সহিত মিল খায় না, কেননা মির্জ্জা ছাহেব রাজে-হকিকতের ২।৩ পৃষ্ঠায় ও আইয়ামোছ ছোলহ কেতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত ইছা (আঃ) ক্রুশ হইতে রক্ষা পাইয়া কাশমিরের শ্রীনগরে ১২০ বৎসর বয়সে মরিয়াছিলেন। মির্জ্জা ছাহেবের এইরূপ ব্যাখ্যা কোর-আনের তরতিবের বিপরীত, কারণ হজরত ইছার ক্রুশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রথম ঘটনা, প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু দ্বিতীয় ঘটনা, সম্মানের সহিত সমুত্থিত হওয়া তৃতীয় ঘটনা, কিন্তু কোর-আনের উল্লিখিত তৃতীয় ঘটনা দুন্‌ইয়ায় প্রথমেই ঘটিয়াছে। এক্ষেত্রে মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের তরতিবের বিপরীত ব্যাখা করিয়া উহার তহরিফ করিয়াছেন কিনা ? এলহাদ ও বে-ইমানি করিয়াছেন কিনা ? কোর-আনের বালাগত ও ফাছাহাত ধ্বংস করিয়াছেন কিনা ?

প্রশ্ন ;...

মির্জ্জা ছাহেব মছিলে-মছিহ ছিলেন কিনা ?

আমাদের উত্তর।

এই কেতাবের প্রথমে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে. হাদিছ শরিফে যে প্রতিশ্রুত মছিহের আগমনের কথা আছে, মির্জ্জা ছাহেব সেই প্রতিশ্রুত মছিহ নহেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

میں نے یہ دعوی ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں - جو شخص یہ لزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھہ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں یعنے حضرت عیسی علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات او اخلاق وغیرہ کے خدایتعالی میری فطرت میں بھی رکھے ہیں ٭

"আমি কখনও এই দাবি করি নাই যে. আমি মছিহ বেনে মরয়েম, যে ব্যক্তি এই অপবাদ আমার উপর প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অপবাদক ও মিথ্যাবাদী, বরং আমার পক্ষ হইতে ৭।৮ বৎসর যাবৎ সর্ব্বদা ইহাই প্রচারিত হইতেছে যে, আমি মছিহের তুল্য (মছিল), অর্থাৎ খোদা-তায়ালা আমার প্রকৃতির মধ্যে হজরত ইছা (আঃ)এর মেজাজের কতক রুহানি খাছিএত (আত্মিক গুণ), স্বভাব, চরিত্র স্থাপন করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেব প্রতিশ্রুত মছিহ নহেন, বরং তিনি মছিহের তুল্য হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্তু কোর-আন ও হাদিছে মছিহ আগমনের কথা আছে, তাঁহার তুল্য আসার আর একটী কথা নাই। আরও তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৪৯, ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعوی کیا ہے
اور میرا یہ بھی دعوی نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے
پرہی ختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ
آیندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل
مسیح آجائیں ❋

"আমি কেবল মছিহের তুল্য হওয়ার দাবি করিয়াছি, আর আমার ইহাও দাবি নহে যে. কেবল মছিলে-মছিহ হওয়া আমার উপর শেষ হইয়া গিয়াছে, বরং আমার মতে ইহা সম্ভব যে, ভবিষ্যতে আম'র ন্যায় দশ সহস্র মছিলে-মছিহ আগমন করেন।"

পাঠক, মির্জ্জা সাহেব প্রতিশ্রুত মছিহের অর্থ মছিলে-মছিহ গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাঁহার এই অর্থ সত্য হইত, তবে তিনি দশ হাজার মছিলে মছিহ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করিতেন না, কেননা হাদিছে কেবল একজন মছিহ আসার কথা আছে।

যদি কোন মির্জ্জায়ি হাদিছে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে পারেন যে. দশ সহস্র মছিলে-মছিহ বা একজন মছিলে-মছিহ আসিবেন, তবে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

মির্জ্জা ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, কেহ কতক স্বভাব ও চরিত্রে কাহারও তুল্য হইলে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির মাছিল (তুল্য) হইবে। ইহা কতদূর সত্য, আলোচনা করা যাউক।

মেশকাত, ৫৬৬ পৃষ্ঠা ;—

عن انس قال لم يكن احد اشبه بالنبي صلى الله
عليه و سلم من الحسن بن علی و قال فی الحسين
ايضا كان اشبههم برسول الله عليه وسلم رواه البخاري ❋

"আনাছ বলিয়াছেন, হাছান বেনে আলি অপেক্ষা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন অন্য কেহই ছিল না। আরও তিনি

হোছাএনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর সহিত সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন।"

মেশকাত, ৫৭৪ পৃষ্ঠা ;—

عن حذيفة قال ان اشبه الناس دلا وسمتا و هديا برسول الله صلى الله عليه و سلم لابن ام عبد *

হোজায়ফা বলিয়াছেন, নিশ্চয় লোকদিগের মধ্যে এবনো-ওম্মে-আব্দ (আবদুল্লাহ বেনে-মছউদ) তরিকা, চরিত্র ও রীতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন।

ছহিহ বোখারি, ১৫২৬ পৃষ্ঠা ;—

قال له النبي صلى الله عليه و سلم اشبهت خلقي و خلقي *

"নবি (ছাঃ) জাফর বেনে আবি তালেবকে বলিয়াছিলেন, তুমি রূপে এবং চরিত্রে আমার সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইয়াছ।"

কখন কোন বিদ্বান্ হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, জাফর বেনে আবিতালেব, হাছান ও হোছাএন (রাঃ)কে মছিলে-মোহাম্মদ বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, মছিলে-মছিহ ও মছিলে-মোহাম্মদ বলা মির্জ্জা ছাহেবের ঘরগড়া কথা।

তফছিরে-জোমাল ;—

قال ان مثلك يا ابابكر مثل ابراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم و مثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا و مثلك مثل موسى قال ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم *

"হজরত বলিয়াছিলেন, হে আবুবকর, তোমার অবস্থা এবরাহিমের ন্যায়, তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি আমা হইতে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু। আরও তোমার অবস্থা ইছার ন্যায়, তিনি বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহাদিগের উপর শাস্তি কর, তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাহাদিগকে মাফ কর, তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত হেকমত বিশিষ্ট। হে ওমার, তোমার অবস্থা নুহের তুল্য, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি পৃথিবীতে কাফের-দিগের মধ্যে কোন জীবিতকে ত্যাগ করিও না।

আরও তোমার অবস্থা মুছার তুল্য, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাহাদের তুমি তাহাদের অর্থ সম্পত্তি-গুলিকে ধ্বংস কর এবং তাহাদের হৃদয়ে কাঠিন্য আনয়ন কর।"

হজরত আবুবকর (রাঃ) নিজেকে মছিলে-এবরাহিম ও মছিলে-ইছা বলিয়া দাবি করেন নাই।

এইরূপ হজরত ওমার (রাঃ) নিজেকে মছিলে-নূহ ও মছিলে-মুছা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

মেশকাত, ৫৬৫ পৃষ্ঠা ;—

عن علی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیك مثل من عیسی ابغضته الیهود حتی بهتوا امه واحبته النصاري حتی انزله بالمنزلة التي لیست له ثم قال یهلك في رجلان محب مفرط یقرظني بما لیس فی و مبغض یحمله شنانی علی ان یبهتني رواه احمد *

"(হজরত) আলি (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমার মধ্যে (হজরত) ইছা (আঃ)এর সৌসাদৃশ্য আছে, য়িহুদীরা তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিল,

এমন কি তাঁহার মাতার উপর (ব্যভিচারের) অপবাদ প্রয়োগ করিল। খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে ভালবাসিল, এমন কি তাঁহাকে এরূপ পদে অভিষিক্ত করিল—যাহা তাহার পক্ষে (শোভনীয়) নহে।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, আমার জন্য দুই ব্যক্তি বিনষ্ট হইবে—সীমা অতিক্রমকারী প্রেমিক একজন—সে আমার এরূপ প্রশংসা করে, যাহা আমার মধ্যে নাই। দ্বিতীয় বিদ্বেষকারী ব্যক্তি, যে আমার সহিত শত্রুতা তাহাকে আমার উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে।"

যদিও হজরত ইছার অবস্থার সহিত হজরত আলির (রাঃ) অবস্থার সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু হজরত আলি কখনও নিজেকে মছিলে-ইছা বলিয়া দাবি করেন নাই।

মেশকাত, ৫৭৯ পৃষ্ঠা ;—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق ولا اوفي من ابي ذرشبه عيسى بن مريم يعني فى الزهد رواه الترمذي ✹

"রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, সবুজ আছমান ছায়া প্রদান করেন নাই, এরূপ রসনাধারির উপর এবং ধুলি মিশ্রিত ভূমি (এরূপ বাকশক্তি সম্পন্নকে) বহন করেন নাই—যে আবু জার্ অপেক্ষা সমধিক সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয়, তিনি বৈরাগ্যে ইছা বেনে মরয়েমের সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন।"

হজরত আবুজার্ কখনও নিজেকে হজরত ইছার মছিল হওয়ার দাবি করেন নাই।

মেশকাত, ৫৩০ পৃষ্ঠা ;—

و اذا عيسى قائم يصلى اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود رواه مسلم ✹

"(হজরত বলিয়াছেন); হঠাৎ ইছা (আঃ)কে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিলাম, ওরওয়া বেনে মছউদ লোকদিগের মধ্যে তাহার সহিত সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন।" মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইনি কখন নিজেকে মছিলে মছিহ বলিয়া দাবি করেন নাই।

হাদিছ শরিফে আছে ;—

تخلقوا باخلاق الله

"তোমরা আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সহিত গুণান্বিত হও।"

এই হাদিছের দৃষ্টান্তে মির্জ্জা ছাহেব কোন দিবস বলিয়া ফেলিবেন যে, আমার মধ্যে খোদার কতকগুলি গুণ আছে, কাজেই আমি মছিলে-খোদা। (নাউজোঃ)

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৭৩ পৃষ্ঠায় ছুরা ফাতেহার আয়তের অর্থ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;—

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
يعنى اى ميرے خداوند رحمن و رحيم همين ايسى
هدايت بخش كه هم آدم صفى الله كے مثيل هوجائين
شيث نبى الله كے مثيل بنجائين حضرت نوح آدم ثاني كے
مثيل هوجائين ابراهيم خليل الله كے مثيل هوجائين
كليم الله كے مثيل هوجائين عيسى روح الله كے مثيل
هوجائين اور جناب احمد مجتبى محمد مصطفى حبيب
الله كے مثيل هوجائين اور دنيا كے هر ايک صديق
و شهيد كے مثيل هوجائين *

"অর্থাৎ হে আমার খোদাওয়ান্দে রহমান রহিম, আমাদিগকে এরূপ হেদাএত প্রদান কর যে, আমরা আদম ছফিউল্লাহর মছিল (তুল্য) হইয়া যাই, শিছ নবিউল্লাহর তুল্য হইয়া যাই, হজরত নূহ আদম

ছানির তুল্য হইয়া যাই, এবরাহিম খলিলুল্লাহর তুল্য হইয়া যাই, মুছা কলিমুল্লাহর তুল্য হইয়া যাই, ইছা রুহোল্লার তুল্য হইয়া যাই, জনাব আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা হবিবুল্লাহর তুল্য হইয়া যাই, দুনইয়ার সমস্ত ছিদ্দিক ও শহিদের তুল্য হইয়া যাই।”

আমাদের উত্তর।

কোরআনের

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

এই আয়তের অনুবাদ শুনুন ;—

“(হে খোদা) তুমি আমাদিগকে সরল পথ —উক্ত লোকদের পথ যাহাদের উপর তুমি নেয়ামত প্রদান করিয়াছ, প্রদর্শন কর।”

আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, হে খোদা, তুমি আমাদিগকে নেয়া'মত প্রাপ্ত নবি, শহিদ ছিদ্দিক ও নেককারদিগের সরল পথ দেখাও কিম্বা উহাতে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখ।

দুনইয়ার কোন তফছিরে উহার এরূপ অর্থ লিখিত নাই যে, তুমি আমাদিগকে নবিগণের মছিল কর।

নবিগণের পথে চলিলে, যদি তাঁহাদের 'মছিল' হওয়া যাইত, তবে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ নবিগণের মছিল হওয়ার দাবি করেন নাই কেন? যদি নবিগণের পথে চলিলে, তাঁহাদের মছিল হওয়া সম্ভব হয়, তবে সমস্ত দুনইয়ার শরিয়তধারিগণ তাঁহাদের মছিল হইবেন. ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের বিশেষত্ব কি আছে?

মির্জ্জা ছাহেব ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও দুনইয়ার সমস্ত এমাম, মোজতাহেদ, মোহাদ্দেছ ও অলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কাজেই তিনি নবি, শহিদ ও ছিদ্দিকগণের পথগামি ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নবি, শহিদ ও ছিদ্দিকগণের মছিল হওয়া দূরের কথা,

একজন মুসলমান নামে অভিহিত হইতে পারেন কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেব ছুরা ফাতেহার আয়তের অর্থ বিকৃত করিয়া এলহাদ করিয়াছেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعنى ان كو كهدو كه اگر تم خدايتعالى سے محبت ركهتے هو تو آؤ ميري پيروي كرو تا خدايتعالى بهى تم سے محبت ركهے اور تمهيں محبوب بناليوے اب سوچنا چاهئے جس وقت انسان ايک محبوب كي پيروي سے خود بهى محبوب بن گيا تو كيا اس محبوب كا مثيل هى هوگيا يا ابهي غير مثيل رها *

"অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাতায়ালার মহব্বত রাখ, তবে আইস আমার পয়রবি (অনুসরণ) কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালাও তোমাকে ভালবাসিবেন, আর তোমাকে মহবুব (প্রেমাস্পদ) করিয়া লইবেন। এখন চিন্তা করা আবশ্যক, যখন মনুষ্য এক প্রেমাস্পদের অনুসরণ করায় নিজেই প্রেমাস্পদ হইয়া গেল, তখন উক্ত প্রেমাস্পদের (হজরত নবি করিমের) মছিল হইল, কিম্বা গয়রমছিল রহিয়া গেল।"

আমাদের উত্তর।

যদি হজরতের তাবেদারি করাতে তাঁহার মছিল হওয়া যায়, তবে ছাহাবা-তা:বেয়ি ও তাবাতাবেয়ি এই তিন সম্প্রদায় হজরতের শ্রেষ্ঠতম তাবেদার হইয়া কেন নিজেদিগকে মছিলে-মোহাম্মদ বলিয়া দাবি করিলেন না?

মির্জ্জা ছাহেব উহার ১৭১ পৃষ্ঠায় নিজেকে মছিলে-আদম, মছিলে-নূহ, মছিলে-দাউদ, মছিলে-ইউছুফ, মছিলে-এবরাহিম ও মছিলে-মুছা বলিয়া দাবি করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি য়িহুদী ইত্যাদি শরিয়তের তাবেদারি করিয়াছিলেন কি?

তিনি খ্রীষ্টানি মতের তাবেদারি করিয়া মছিলে-মছিহ হইয়াছেন কি?

মির্জ্জা ছাহেব উহার ১৭৩।১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اس دین متین میں مثیل الانبیاء بننے کی راہ کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آنحضرت صلعم روحانی اور ربانی علماء کیلئے یہ خوشخبری فرماگئے ہیں کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل *

"এই মজবুত দীনে মছিলোল-আম্বিয়া হওয়ার পথ খোলা আছে; যথা: রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) রুহানি ও রাব্বানি আলেমগণের জন্য এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, "আমার উম্মতের আলেমগণ বনি-ইছরাইলের নবিগণের তুল্য।"

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

তাজকেরাতোল আওলিয়াতে হজরত বা-এজিদ বোস্তামির কথা আছে যে, তিনি হজরত আদম, শিছ, নূহ, এবরাহিম, মুছা, ইছা ও মোহাম্মদ (ছাঃ) এর মছিল হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার উপর ৭০ বার কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বোস্তাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বড়পীর ছাহেব ফতুহোল-গায়েবে লিখিয়াছেন, লোকে ফান-ফিল্লাহ দরজাতে নিজেকে নবিগণের মছিল, বরং তাঁহাদের রূপে দেখিয়া থাকে।

আমাদের উত্তর।

উপরোক্ত হাদিছটী বিদ্বান্‌গণের মতে জইফ।

শরহে-তরিকায়-মোহাম্মদী দ্রষ্টব্য।

মেশকাত, ৫৬০ পৃষ্ঠা ;—

قال رسول الله صلعم ابوبكر و عمر سيدا كهول اهل الجنة من الاولين و الاخرين الا النبيين و المرسلين *

“রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নবিগণ ও রাছুলগণ ব্যতীত পূর্ব্ব ও শেষ জামানার অর্দ্ধবৃদ্ধ বেহেশ্‌তিদিগের অগ্রণী আবুবকর ও ওমর হইবে।” ইহাতে বুঝা যায় যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু তাঁহারা কোন নবির দরজায় পৌঁছিতে পারেন নাই। কাজেই এই উম্মতের আলেমগণ বনি-ইছরাইলের নবিগণের তুল্য হইবেন কিরূপে? যদি উক্ত জইফ হাদিছটী ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে বলি, দুনইয়ার সমস্ত রুহানি ও রাব্বানি আলেম মছিলে আম্বিয়া হইবেন কি না? ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের কি শব্দ [illegible] আছে? যদি এই হাদিছ মছিল নাজিল হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে হজরত যেরূপ মছিহ নাজিল হওয়ার কথা বলিয়াছেন, অন্যান্য নবিগণের নাজিল হওয়ার কথা কেন বলিলেন না?

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

মির্জ্জা ছাহেব হজরত বা-এজিদ বোস্তামির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইনি একজন ফানা-ফিল্লাহ প্রাপ্ত অলি ছিলেন, যেরূপ মনছুর হাল্লাজ অচৈতন্য অবস্থায় আনাল হক বলিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও অচৈতন্য অবস্থায় নিজেকে মছিহ-আম্বিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যদিও তাঁহাদের অচৈতন্য অবস্থায় উহা বলার জন্য তাঁহারা ক্ষমার পাত্র কিন্তু সজ্ঞান সচেতন অবস্থায় কোন মুসলমানের উহা বলা যে কাফেরি, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু শরিয়তের আলেমগণ হজরত বা-এজিদ বোস্তামির উপর কাফেরি ফৎওয়া ও মনছুর হাল্লাজের হত্যা করার ফৎওয় দিয়াছিলেন। হজরত পীরাণপীর ছাহেব ঐরূপ মজজুব ফকিরদের অচৈতন্য অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ইহা শরিয়তের প্রমাণ হইতে পারে না। মির্জ্জা ছাহেব পীর বাএজিদ-বোস্তামির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত মির্জ্জা ছাহেব কখন কোন তরিকতপন্থী

পীরের খেদমত করেন নাই, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ ভক্ষণ ও সেবন করিতে রত থাকিতেন, কখন আরাম ত্যাগ করেন নাই, দুনইয়ার টাকা-কড়ি সংগ্রহ করা উদ্দেশ্যে হালাল ও হারাম কিছুর বাদ-বিচার করেন নাই। মছজিদ প্রস্তুত, খেতমিনার প্রস্তুত, বেহেশ্তি কবরস্থান প্রস্তুত, বাটীর আয়তন বৃদ্ধি ও দালান প্রস্তুত, কেতাব মুদ্রিত করা, মেহমানখানা প্রস্তুত ইত্যাদি বলিয়া মুরিদগণের অসংখ্যক টাকা শোষণ করিতেন, আত্মগরিমা, অহংকার ও লোকদিগের গালিগালাজে নিজের কেতাবগুলি পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি তাছাওয়ফ ও তরিকতের বা কি শিক্ষা করিবেন? আর হজরত বাএজিদ-বোস্তামির রেয়াজত সাধ্য-সাধনা ও ফানা-বাকা লাভের কিইবা বুঝিবেন? কাজেই এরূপ ঘোর সংসারীর পক্ষে ঐরূপ খোদা-প্রেমিক আত্মহারা ওলির কার্য্যকলাপ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা কি শোভনীয় হইতে পারে?

পাঠক, এক্ষণে আসুন, মির্জ্জা ছাহেব হজরত ইছা (আঃ) এর মছিল হইতে পারে কিনা, তাহার আলোচনা করা হউক।

(১) হজরত মছিহ (আঃ) এর নাম ইছা, আর মির্জ্জা ছাহেবের নাম গোলাম আহমদ।

(২) হজরত মছিহ কুমারীর গর্ভে ও হজরত জিবরাইল (আঃ) এর সুসংবাদে পয়দা হইয়াছিলেন, আর মির্জ্জা ছাহেবের অবস্থা সেইরূপ নহে।

(৩) মির্জ্জা সাহেবের পিতার নাম গোলাম মরতজা, আর হজরত মছিহ বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন।

(৪) হজরত ইছা (আঃ) এর শিক্ষা এইরূপ ছিল, যে ব্যক্তি তোমার সহিত এক ক্রোশ চলিবে, তুমি তাহার সহিত দুই ক্রোশ চলিবে। যে ব্যক্তি তোমার একগালে চপেটাঘাত করিবে, তুমি তোমার দ্বিতীয়গালে চপেট ঘাত করিবার জন্য তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। মির্জ্জা সাহেব এই শিক্ষার বিপরীত কার্য্য করিতেন।

হজরত মছিহ বাসগৃহ প্রস্তুত করেন নাই এবং টাকা-কড়ি সংগ্রহ করেন নাই, মির্জ্জা ছাহেব ঘোর সংসারী ছিলেন, ঘরবাড়ি দালান প্রস্তুত করিতে ও নানা উপায় টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিতে মজবুত ছিলেন।

(৬) হজরত ইছা (আঃ) বিবাহ করেন নাই। মির্জ্জা ছাহেব উপযুক্ত স্ত্রী থাকিতেও বৃদ্ধ বয়সে অল্প বয়স্ক মোহাম্মদী বেগমের প্রেমে পড়িয়া নিজের স্ত্রীকে তালাক দিলেন, নিজের পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং খোদা রাছুলকে ভুলিয়া গেলেন।

(৭) হজরত মছিহ যে সমস্ত মো'জেজা দেখাইয়াছিলেন, মির্জ্জা ছাহেব তাহার বয়সে তদনুরূপ কিছুই করিতে পারেন নাই। এই হিসাবে নিশ্চয় আমরা দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, মির্জ্জা সাহেব কিছুতেই মছিলে-মছিহ হইতে পারেন না।

একজন সামান্য উম্মত হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ নবির তুল্য হইবেন, ইহা বিবেকসম্পন্ন লোক কি কখনও বিশ্বাস করিতে পারে ? এক্ষণে মির্জ্জা সাহেব হজরত ইছার কিরূপ প্রশংস করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া মছিল হওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করিব।

মির্জ্জা সাহেব 'আইয়ামোছ-ছোলহ' কেতাবের ৬৫ পষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

افاغنه مثل یهود فرقی, میان نسبت و نکاح نه کرده دختران از ملاقات و مخالطت با منسوب مضایقت نه گیرند - مثلا اختلاط مریم صدیقه با منسوب خودش یوسف وبمعیت وي خارج بیت گردش نمودن شهادت حقه بر این رسم است و در بعضی از قبائل خوانین جبال مخالطت دختران با منسوبان به نحوی جاري وساري است که غالب اوقات را دختری قبل از اجرای واسم نکاح آبستنی شده *

"আফগানিরা য়িহুদিদিগের ন্যায় বিবাহের সম্বন্ধ ও বিবাহের মধ্যে প্রভেদ করেন না, কন্যারা বাগদত্ত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও সহবাস করিত, ইহাতে তাহারা দোষ ভাবিত না, যথা মরয়েম ছিদ্দিকার তাহার বাগ্‌দত্ত ইউছফের সহিত সহবাস করা এবং তাহার সঙ্গে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ করা এই রীতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, কোন কোন পাহাড়ি পাঠান শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদের বাগ্‌দত্ত পুরুষদের সহিত সহবাস করার প্রথা এরূপভাবে প্রচলিত রহিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের নিয়ম জারি করার পূর্ব্বে কন্যা গর্ভবতী হইয়া থাকে।"

(১) মির্জ্জা ছাহেব কিস্তিয়ে-নুহের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

مفتري هے وه شخص جو مجهے كهتا هے كه ميں مسيح ابن مريم كي عزت نهيں كرتا بلكه مسيح تو مسيح ميں تو اس كے چاروں بهائيوں كي بهي عزت كرتا هوں كيونكه پانچوں ايک هي ماں كے بيٹے هيں نه صرف اسي قدر بلكه ميں تو حضرت مسيح كي دونوں حقيقي همشيروں كو بهي مقدسه سمجهتا هوں - كيونكه يه سب بزرگ مريم بتول كے پيٹ سے هيں اور مريم كي وه شان هے جس نے ايک مدت تک اپنے تئيں نكاح سے روكا - پهر بزرگان قوم كے نهايت اصرار سے بوجه حمل كے نكاح كراليا گو لوگ اعتراض كرتے هيں برخلاف تعليم توريت عين حمل ميں كيونكر نكاح كيا گيا اور بتول هونے كے عهد كو كيوں ناحق توڑا گيا اور تعدد ازواج كي كيوں بنياد ڈالي گئي يعنے باوجود يوسف نجار كي پهلي بيوي هونے كے پهر مريم كيوں راضي هوئي كه يوسف نجار كے نكاح ميں آوے *

"ঐ ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদকারী যে বলে যে আমি মছিহ বেনে মরয়েমের সম্মান করিয়া থাকিনা, বরং মছিহ ত মছিহ, আমি তাঁহার চারি ভ্রাতার সম্মান করিয়া থাকি, কেননা পাঁচজন এক মাতার পুত্র। ইহা কেবল নহে, বরং আমি হজরত মছিহর হকিকি ভগ্নিকে পাক বিবেচনা করি. কেননা এই সমস্ত মহাত্মা মরয়েম বতুলের উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরয়েমের অবস্থা এই যে, তিনি কতককাল নিজেকে নেকাহ হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন. দলের মহৎ লোকদের নিতান্ত জেদে ও গর্ভ সঞ্চারের দায়ে পড়িয়া নিকাহ করিয়াছিলেন, যদিও লোকে অনুযোগ করিতেছিল যে, তওরাতের শিক্ষার বিপরীত গর্ভাবস্থায় কিরূপে নিকাহ দেওয়া হইল? সংসার ত্যাগিনী হওয়ার প্রতিশ্রুতি অন্যায় ভাবে কেন ভঙ্গ করা হইল? কেন বহু দার গ্রহণ করার ভিত্তি স্থাপন করা হইল? অর্থাৎ সূত্রধর ইউছফের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্বেও মরয়েম কেন তাঁহার সহিত বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন?" মির্জ্জা ছাহেবের উক্ত কথাগুলিতে বুঝা যায় যে, হজরত মরয়েম (আঃ) নিকাহ করার পূর্ব্বে ইউছফ সূত্রধরের সহিত ব্যাভিচার করায় তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল, ইহাতে তিনি য়িহুদিদের ন্যায় হজরত মরয়েম (আঃ) কে ব্যাভিচারিণী ও সেই গর্ভজাত সন্তান হজরত ইছা (আঃ) কে জারজ (হারামজাদা) হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ইহা জলন্ত মিথ্যা অপবাদ।

(২) মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৭ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

آپ کا خاندان بھي نہايت پاک اور مطہر ھے تين داديان اور نانيان آپ کي زناکار اور کسبي عورتين تھين جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذير ھوا ✱

"(হজরত) ইছার বংশ অতিশয় পাক ও নির্ম্মল ছিল, তাঁহার তিন

দাদি ও নানি ব্যাভিচারিণী বেশ্যা ছিল যাহাদের রক্তে তাঁহার অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল।”

(৩) আরও তিনি উহার ৯ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

ایسے ناپاک خیال - متکبر اور استبازون کے دشمن کو
ایک بھلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جاے
کہ اس کو نبی قرار دین *

এইরূপ নাপাক খেয়াল, অহঙ্কারি ও সত্যপরায়ণদিগের শত্রুকে একজন নবি স্থির করা ত দূরের কথা, লোকে তাহাকে একজন ভাল মানুষ স্থির করিতে পারেন না।

(৪) তিনি ১৯০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ‘আলহাকাম’ পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

مسیح کے حالات پڑھو تو یہ شخص اس لائق نہیں
ہوسکتا کہ نبی بھی ہو *

“যদি মছিহ্‌র অবস্থাগুলি পাঠ কর, তবে এই ব্যক্তি নবি হওয়ার উপযুক্ত নহেন।”

(৫) দাফেয়োল-বালা, শেষ পৃষ্ঠা ;—

مسیح کی راستبازي اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازون
سے بڑھکر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحیی نبی کو اسپر ایک
فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں
سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپني کمائي کے مال سے
اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھون اور اپنے سر کے
بالون سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق
جوان عورت اس کی خدمت کرتي تھي اسي وجہ سے
خدا نے قرآن میں یحیی کا نام حصور رکھا مگر مسیح

کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے *

"মছিহ্‌র ধার্ম্মিকতা তাঁহার জামানায় অন্যান্য ধার্ম্মিক দিগ্ হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং তাঁহার উপর এহইয়া নবির শ্রেষ্ঠত্ব আছে, কেননা f নি মদ পান করিতেন না, এবং কখনও শুনা যায় নাই যে, কোন ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোক আসিয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহার মস্তকে আতর মালিশ করিত, কিম্বা হস্তদ্বয় ও নিজের মস্তকের কেশ দ্বারা তাহার শরীর স্পর্শ করিয়াছিল, কিম্বা কোন সম্বন্ধ হীনাযুবতী স্ত্রীলোক তাহার সেবা করিত। এই কারণে খোদা কোরান-শরিফে তাঁহার নাম 'হাছুর' রাখিয়াছেন, কিন্তু মছিহের এইরূপ নাম রাখেন নাই কেননা এইরূপ ঘটনা উক্ত নাম রাখায় প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে। মূল কথা, মির্জ্জা ছাহেব হজরত মছিহকে মদ্যপায়ি ও উপযোক্ত প্রকার দোষে দোষান্বিত সাব্যস্ত করিয়াছেন।

জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৭ পৃষ্ঠার হাশিয়া ;—

اپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھي شايد اسي وجه سے ہو کہ جدي مناسبت درميان ہے ورنہ کوئي پرہیزگار انسان ایک جوان کنجري کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسکے سر پر اپنے ناپاک ہاتھہ لگاوے اور زناکاري کي کمائي کا پلید عطر اسکے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اسکے پیروں پر ملے - سمجھنے والے سمجھہ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمي ہو سکتا ہے *

"(হজরত) ইছা (আঃ) এর বেশ্যাদিগের সহিত মিলন ও অন্তরের আকর্ষণ বোধ হয় এই কারণে হইয়াছিল যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, নচেৎ কোন পরহেজগার মানুষ একটী যুবতী বেশ্যাকে

এই সুযোগ দিতে পারেনা যে, সে নিজের নাপাক হস্ত তাহার মস্তকে লাগাইবে, ব্যাভিচারে উপার্জ্জিত নাপাক আতর তাহার মস্তকে মর্দ্দন করিবে এবং নিজের কেশগুলি দ্বারা তাহার পদদ্বয় মুছাইয়া দিবে, বিবেক্ সম্পন্ন লোক বুঝিয়া লউক যে, এইরূপ মানুষ কিরূপ চরিত্রের হইতে পারে।"

তিনি ১৯০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আলহাকাম পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

وہ ایک لڑکي پر عاشق ہوگیا اور جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اسے عاق کردیا *

"(হজরত) ইছা একটী বালিকার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আর যখন তিনি নিজের শিক্ষকের সম্মুখে তাহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন শিক্ষক তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) জমিমায়-আঞ্জামে-আথাম, ৫১৬ পৃষ্ঠার হাশিয়া ;—

آپکو کیسقدر جھوٹ بولنے کي بھي عادت تي - آپکا ایک یہودي استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقا سبقا پڑھا تھا - معلوم ہوتا ھے کہ یا تو قدرت نے آپکو زیرکي سے کچھہ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یا اس استاد کي یہ شرارت ھے کہ اسنے آپکو محض سادہ لوح رکھا - بہر حال آپ علمي اور علمي قوي میں بہت کچے تھے - آپ کي انہیں حرکات سے آپ کے حقیقي بھائي آپ سے سخت ناراض رھتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھہ خلل ھے *

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

"(হজরত) ইছার কিছু পরিমাণ মিথ্যা বলার স্বভাব ছিল, তাঁহার একজন য়িহুদী শিক্ষক ছিল, তিনি তাহার নিকট হইতে তওরাত কেতাব এক এক ছবক করিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাতে বিবেচিত হয় যে, হয়ত খোদা তাঁহাকে বুদ্ধি বিবেকের বড় কোন অংশ প্রদান করেন নাই, না হয় ইহা শিক্ষকের দুষ্টামি যে, সে তাঁহাকে নিতান্ত মুর্খ করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি এলাম ও আমলি শক্তিতে অতি অপরিপক্ক ছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহার হকিকি ভ্রাতা তাঁহার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট থাকিতেন, আর তিনি বিশ্বাস করিতেন যে নিশ্চয় তাঁহার মস্তিষ্কের কিছু দোষ ছিল।"

(৬) জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৬ পৃষ্ঠার হাশিয়া ;—

آپ کو اپني زندگی میں تین مرتبه شیطانی الہام بھی ھوا تھا چنانچه ایک مرتبه آپ اسي الہام سے خدا سے منکر ھونیکے لئے بھی تیار ھوگئے تھے ✱

"(হজরত) ইছার নিজের জীবনে তিনবার শয়তানি এলহাম হইয়াছিল, এমন কি একবার তিনি উক্ত এলহামের জন্য খোদার উপর এন্‌কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

(৭) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

نہایت شرم کی بات یه ھے که آپ نے پہاڑي تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتي ھے یہودیوں کي کتاب طالمود سے چورا کر لکھا ھے اور پھر ایسا ظاھر کیا که یه میري تعلیم ھے ...... افسوس ھے که وه تعلیم بھي کچھه عمده نہیں عقل اور کانسنس دونوں اس تعلیم کے منہه پر طمانچے مار رھے ھیں ✱

"নিতান্ত লজ্জার কথা এই যে, (হজরত) ইছা (আঃ) নিজের পাহাড়ি শিক্ষা—যাহা ইঞ্জিলের মস্তিষ্ক বলা হয়, য়িহুদিদিগের তালমুদ

কেতাব হইতে চুরি করিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহা সত্বেও এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা আমার শিক্ষা। দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত শিক্ষা উৎকৃষ্ট নহে; বুদ্ধি ও বিবেক উভয় উক্ত শিক্ষার মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়া থাকে।"

(৮) তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بیماروں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے تھے مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیاں کا نمبر ایسا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے ❋

"এই কারণে হজরত মছিহ মেছমেরিজম দ্বারা শা[illegible] আরোগ্য করিতেন, কিন্তু হেদাএত, তওহিদ ও দীনি [illegible] লোকের অন্তরে পূর্ণভাবে বদ্ধমূল করা সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য-বিবরণীর নম্বর এত কম দরজা রহিয়াছে যে, তিনি প্রায় অকৃতকার্য্য রহিয়াছেন।"

(৯) জমিমায় আঞ্জামে-আথামের ৬।৭ পৃষ্ঠার হাশিয়া;—

عیسائیوں نے بہت سے آپکے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا - اور آپکے ہاتھہ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھہ نہیں تھا ❋

"খৃষ্টানেরা তাঁহার বহু মো'জেজা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাঁহার দ্বারা কোন মো'জেজা হয় নাই। তাঁহার হস্তে চক্র ও ধোকাবাজি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।"

মির্জ্জা ছাহেব মছিলে মছিহ হওয়ার অর্থ তবলিগ কেতাবের ৩৫৬—৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و استدعی من الله نائبا متحدا بحقیقته و متشابها بجوهره و مقیما في مقام جوارحه لا تمام مراداته و مظهرا لظهور اراداته فصرف لهذه المنیة عنان التوجه الی الثری فاقتضی تدبیر الحق ان یهب له نائبا تنطبع فیه صورته المثالیة کما تنطبع فی الحیاض صور النجوم من السموات العلی فانا النائب الذي ارسلنی الله ...... *

ونفث في روعی من روح المسیح وجعلت وعاء لارادته و توجهاته حتی امتلأت نفسی و نسمی بها و انخرطت في سلك وجوده حتی ترای شبح روحه في نفسی و اشربت في قلبی وجوده و برق منه بارق فتلقته روحي اتم تلق ولصقت بوجوده اشد مما یخیل کاني هو و غبت من نفسی و ظهر المسیح فی مرأتی و تجلی حتی تخیلت ان قلبي و کبدي و عروقي و اوتاري ممتلئة من وجوده و وجودي قطعة من جوهر وجوده *

"এবং (হজরত) মছিহ আল্লাহতায়ালার নিকট একজন নায়েব চাহিলেন—যাহার স্বরূপ (হকিকত) তাঁহার স্বরূপের তুল্য হয় এবং যাহার জাত তাঁহার জাতের তুল্য হয়, যিনি তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির তুল্য হয় এবং তাহার ইচ্ছার প্রকাশক হয়।"

আল্লাহ এই প্রার্থনার জন্য ধেয়ানের রজ্জুকে জমির দিকে ফিরাইলেন এবং আল্লাহত'য়ালা কাজা ও কদর ইচ্ছা করিল যে, তাহাকে এরূপ একজন নায়েব দান করেন যে, তাঁহার মধ্যে (হজরত) ইছার ছুরতে মেছালি (আত্মিক রূপ) অঙ্কিত হইবে—যেরূপ হাওজ গুলির মধ্যে উন্নত আছমানগুলির নক্ষত্রবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া থাকে। আমিই সেই নায়েব, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

আল্লাহ আমার অন্তরে মছিহের অন্তরে ফয়েজ ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহার ধেয়ান ও ধারণাগুলির আধাররূপে পরিণত হইয়াছি; এমন কি আমার প্রাণ ও নিশ্বাস উহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার শরীরের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছি যে, তাঁহার আত্মার প্রতিমূর্ত্তি আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার দেহ আমার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহা হইতে একটী বিদ্যুৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, আমার রুহ পূর্ণরূপে উহা আয়ত্ব করিয়া লইল এবং আমি তাঁহার অজুদের সহিত ধারণাতীত দৃঢ়ভাবে মিলিত হইলাম যেন আমি তিনিই হইলাম। আমি আত্ম-বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইলাম, মছিহ আমার দেহের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাজাল্লি বিস্তার করিলেন, এমন কি আমি ধারণা করিলাম যে আমার অন্তর, হৃৎপিণ্ড, শিরা ও স্নায়ুগুলি তাঁহার অজুদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার এই অজুদ তাঁহার অজুদের এক অংশ।"

মূলকথা, মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে হজরত মছিহ (আ)এর অবতার হওয়ার দাবী করিয়াছেন। ইছলামে এই অবতারবাদ কাফেরিমূলক মত ইহার আলোচনা অন্যত্র হইবে

যাহা হউক, যখন তিনি মছিলে-মছিহ অর্থাৎ উভয়ের এক রুহ ও এক ওজুদ হওয়ার দাবি করিয়াছেন। এক্ষণে আমি মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি—

(১) মির্জ্জা ছাহেব কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অবতার—যাহার জন্ম হারাম ভাবে হইয়াছিল?

(২) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ—যিনি অপবিত্র ধারণা বিশিষ্ট অহঙ্কারী ও সত্যপরায়ণদিগের শত্রু ও কুলোক ছিলেন এবং দাদি ও নানিরা ব্যভিচারিণা ছিলেন?

(৩) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ ছিলেন--যিনি নবি নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না?

(৪) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ ছিলেন—যিনি অসত্য-পরায়ণ, মদ্যপায়ি ছিলেন, বেশ্যাদিগের হারামে উপার্জ্জিত অর্থের আতর মালিশ করাইতেন, যুবতী অপর স্ত্রীলোকদের সহিত মিল-মহব্বত রাখিতেন এবং মোহম্মদী বেগমের রুহাহি ভগ্নি বা মছিলের উপর আসক্ত হইয়াছিলেন ?

(৫) মির্জ্জা ছাহেব কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ ছিলেন—যাহার মিথ্যা বলার স্বভাব ছিল এবং এলমি ও আমলি শক্তিতে পরিপক্কতা ছিল না ?

(৬) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ—যাহার শয়তান এলহাম হইত ?

(৭) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অজুদ—যিনি জ্ঞানিদিগের কেতাবগুলি হইতে প্রবন্ধগুলি চুরি করিয়া নিজের প্রণীত কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিতেন ?

(৮) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অবতার—যিনি হেদাএত, তওহিদ ও দীনি-দৃঢ়তা লোকদের অন্তরে বদ্ধমুল করিতে একেবারে অকৃতকার্য্য রহিয়া ছিলেন ?

(৯) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ অবতার—যিনি মিসমেরিজম ও ভোজ-বিদ্যাকে মো'জেজা বলিয়া প্রকাশ করিতেন ?

(১০) তিনি কি উক্ত মছিহের পূর্ণ হাস্তি —যাহার রাশি রাশি মো'জেজা বর্ণনা করা হয়, অথচ তিনি মো'জেজা প্রকাশ করেন নাই এবং যাহা দ্বারা চক্র ও ধোকাবাজি ব্যতীত কিছুই প্রকাশ হয় নাই ?

যদি মির্জ্জায়িগণ—হাঁ বলিয়া উত্তর দেন, তবে তিনি কি উপরোক্ত দোষগুলির আধার ছিলেন ?

আর যদি তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দেন, তবে তিনি কিছুতেই মছিলে-মছিহ হইতে পারেন না।